23-7-54
জ্যোতির্বাণীর নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
সতী
পরিবেশক : জ্যোতির্বাণী পিকচার্স লিমিটেড

PRONABESH MAITI
27 D, Baburam Ghosh Road
Calcutta - 700040

জ্যোতির্বাণীর নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

সতী

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

❀ পরিচালনা ❀

অমর মল্লিক

সঙ্গীত—অনিল বাগচী ❀ প্রধান কর্ম্মসচীব—জলিদা

❀কলাকুশলীগণ❀

চিত্র-শিল্পী : বিভূতি দাস ● শব্দ-যন্ত্রী : লোকেন বসু

গীতকার : প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ

শিল্প-নির্দ্দেশক : বিজয় বসু ● চিত্র-সম্পাদক : সুবোধ রায়

প্রচার চিত্র : রূপদান ● স্থির চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

রূপ-সজ্জাকর : প্রমথ চন্দ্র ● ব্যবস্থাপক : কমল সেন

চিত্র পরিস্ফুটক—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী

আবহ-সঙ্গীত—ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা

রবীন্দ্র সঙ্গীত—"ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি…………"

ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে বোস মুখার্জ্জী এণ্ড কোং এর তত্ত্বাবধানে

আর, সি, এ শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায়—বীরেশ্বর মুখার্জ্জী, দিলীপ রায় ❀ চিত্রশিল্পে—বীরেন শীল, গোরা মল্লিক, মদন সরকার, শচীন গুহ রায় ও নির্ম্মল ❀ সঙ্গীতে—অলোক দে শব্দ-যন্ত্রে—তপন ঘোষ, অমলেন্দু ঘোষ ❀ সম্পাদনায়—নির্ম্মল মিত্র রূপ-সজ্জায়—বৈজুরাম, আতা ❀ আলোক-সম্পাতে—হরেন, সুধীর, অভিমন্যু, অন্নদা, অবনী, সুদর্শন ও কালো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—গুরুদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স
৺রজনী কান্ত সেনের—
"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে" গানটির জন্য।

পরিবেশক—জ্যোতির্বাণী পিকচার্স লিমিটেড

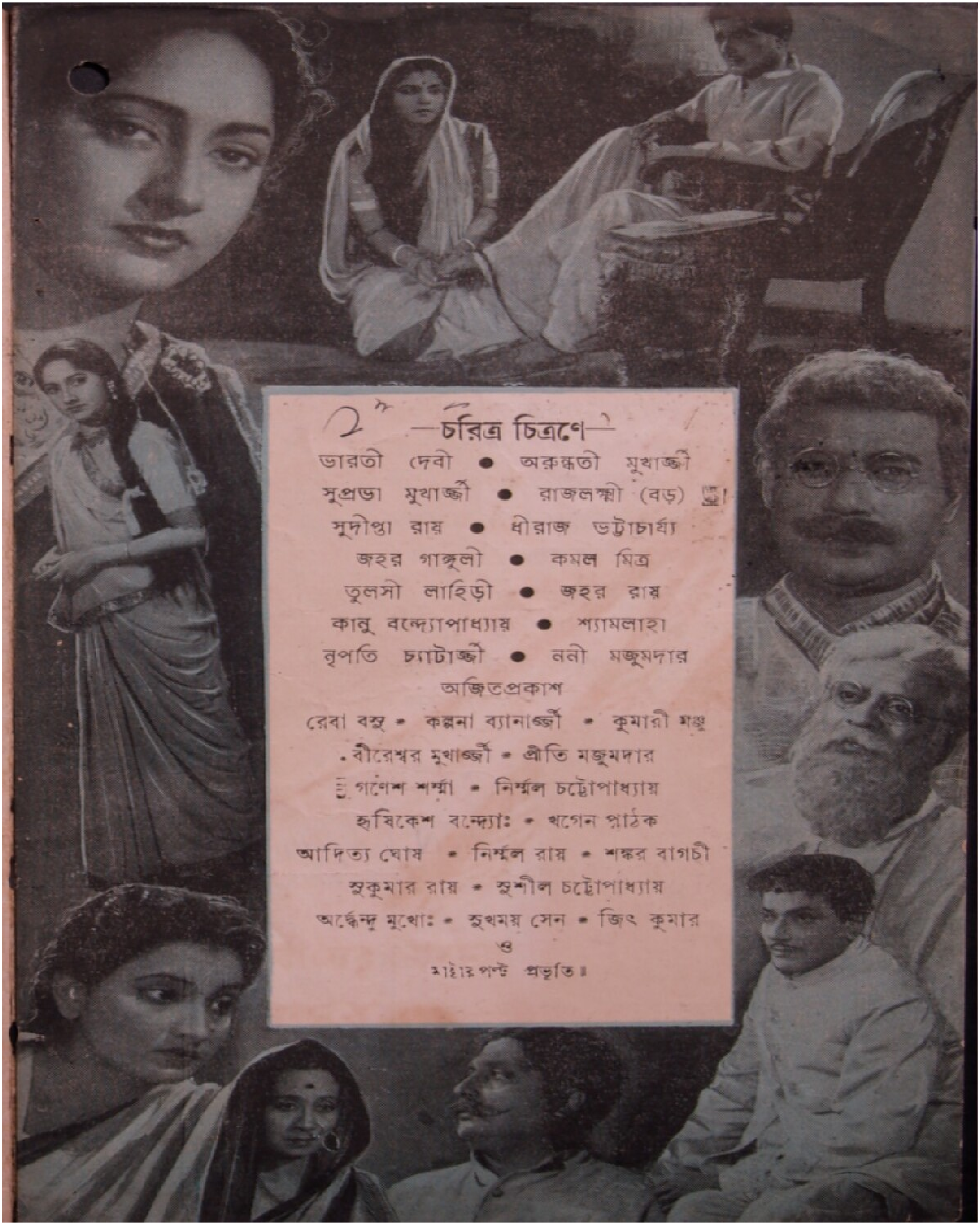

—চরিত্র চিত্রণে—

ভারতী দেবী ● অরুন্ধতী মুখার্জ্জী
সুপ্রভা মুখার্জ্জী ● রাজলক্ষ্মী (বড়) [illegible]
সুদীপ্তা রায় ● ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
জহর গাঙ্গুলী ● কমল মিত্র
তুলসী লাহিড়ী ● জহর রায়
কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ● শ্যামলাহা
নৃপতি চ্যাটার্জ্জী ● ননী মজুমদার
অজিতপ্রকাশ
রেবা বসু • কল্পনা ব্যানার্জ্জী • কুমারী মঞ্জু
• বীরেশ্বর মুখার্জ্জী • প্রীতি মজুমদার
গণেশ শর্ম্মা • নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়
হৃষিকেশ বন্দ্যোঃ • খগেন পাঠক
আদিত্য ঘোষ • নির্ম্মল রায় • শঙ্কর বাগচী
সুকুমার রায় • সুশীল চট্টোপাধ্যায়
অর্দ্ধেন্দু মুখোঃ • সুখময় সেন • জিৎ কুমার
ও
মাষ্টার পল্টু প্রভৃতি।

কাহিনী

ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী রায় বাহাদুর রামমোহনের একমাত্র পুত্র হরিশ পিতার সুকঠোর শাসনে বড় হ'য়ে উঠেছে। রামমোহনের গর্ব্ব—পুত্র তাঁর বংশের সম্মান বজায় রাখবে।

দর্শনের বৃদ্ধ অধ্যাপক ব্রাহ্ম হরমোহনের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয় হরিশ, ছুটিতে দেশে এসে। এম-এ ক্লাশের দর্শনের ছাত্র হরিশ তাঁর কাছে দর্শনের পাঠ নিতে গিয়ে পরিচিত হয় হরমোহনের সুশিক্ষিতা একমাত্র কন্যা লাবণ্যর সাথে। পরিচয়ের নিবিড়তা প্রণয়ের রসে মধুর হ'য়ে ওঠে। সংবাদটা যখন রামমোহনের কানে ওঠে—ক্রোধে জ্বলে ওঠেন তিনি। দিনাজপুরের উকিল কালিদাস মৈত্রকে পত্র দেন—হরিশের সাথে তাঁর কন্যা নির্ম্মলার বিবাহে যদি আপত্তি না থাকে অবিলম্বে তিনি যেন কন্যাসহ ক'লকাতায় চলে আসেন। পত্র পেয়ে কালিদাস এসে উপস্থিত হন। আশীর্ব্বাদের দিন—হরিশ সবে কালিদাসকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে—এমন সময় প্রবেশ করেন হরমোহন। রামমোহনের ক্রোধ ঘৃণার আকারে তীব্রভাবে অপমানিত করে হরমোহনকে। অপমানের হলাহল বুকে নিয়ে ফিরে আসেন হরমোহন।

তারপর একদিন লাবণ্যকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যান—কোথায় কেউ জানে না।

S.N. Dey. 14, 486

নির্ম্মলার সাথে হরিশের বিয়ে হয়। লাবন্যকে নিয়ে নির্ম্মলার মনে প্রচণ্ড সন্দেহ। কতদিন কেটে গেল, কতমাস, কত বছর চলে গেল—প্রৌঢ়ত্বের চত্বরে পা দিয়েছে হরিশ—তবুও নির্ম্মলার মনে সন্দেহ ঘুচলনা। হরিশকে সে ভালবাসে—শ্রদ্ধা করে, তার পাদোদক নির্ম্মলার কাছে অমৃত—তবুও তার মনে সন্দেহ! যে নির্ম্মলা মৃতপ্রায় বসন্তের রুগী হরিশকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে সপ্তাহ ব্যাপী শীতলা মন্দিরে অনাহারে হত্যা দেয়—তার মনে স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে এ-কি সন্দেহ! এমনি সময় আবার দেখা দেয় লাবণ্য। নির্ম্মলার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে। অবশেষে আত্মহত্যা করতে যায় সে—কিন্তু মৃত্যুও তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। আরও—আরও শাস্তি বুঝি পাওনা আছে তার! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই অবিশ্বাসের জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নির্ম্মলার নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে হরিশ হয় গৃহত্যাগী।

কোথায় গেল হরিশ?

সতী নির্ম্মলা তার স্বামীকে কি আর ফিরে পাবেনা?...

... ...

Darpana-25/7/54.

অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের

সতী

জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় অভিনেতা—
৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মহান
আত্মার স্মৃতির উদ্দেশে—
জ্যোতির্বাণী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক উৎসর্গ করা হইল।

PRONABESH MAITI
D, Baburam Ghosh Road
Calcutta - 700040

সঙ্গীত

(১)

তোমার প্রেমে ভুলাও যারে-ভুলাও সকল ভয় ;
চলা যে তার নদীর চলা—বাঁধন করি ক্ষয় ।
হঠাৎ কুসুম কোমল প্রাণে—বজ্রকে সে ডেকে আনে,
নন্দন নিকুঞ্জ-পথের বিঘ্নে করে লয় ।
কুণ্ঠিত যা, যাহা দীন, যাহা ধুলি ম্লান—
তোমার পথ-ধূলিরে সে ক'রে চলে দান ।
দুঃখে সুখে প্রাণের মাঝে, শোনে পথের বীণা বাজে,
তোমার প্রেমের মনি-মালা বক্ষে সে যে রয় ।

(সুবোধ পুরকায়স্থ)

(২)

তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে—
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর,
মোহ কালিমা ঘুচায়ে ।
লক্ষ শূন্য, লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে ;
জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল পাথারে ।

(৺রজনী সেন)

(৩)

ওরে, প্রেম যে আমার পরশ মণি—
দুখেরে করে সে সুখ ছোঁয়ায় যেমনি ।
(আ মরি-হায়) ছোঁয় যেমনি ।
প্রেম যে আমার পরশ মণি ।
ছুঁলে সে কুঁড়ির মুখে ফোটে হাসি,
নাচেরে কালোর বুকে আলো আসি,
নয়নে রূপ সে জাগায়
শ্রবণে মোর মোহন ধ্বনি ।
প্রেম যে আমার পরশ মণি ।

(সুবোধ পুরকায়স্থ)

(৪)

কাছে কাছে যবে রয় (তবু) কেন দূর মনে হয় ;
কভু মনে হয় সে বুঝি আমার—
কভু ভাবি বুঝি নয় ।
প্রেমের প্রদীপ তলে
(হায়) ছায়া পড়ে পলে পলে,
পাওয়া না পাওয়ার মাঝারে সহসা
কেন জাগে সংশয় ।
(যদি) মিলনের সেতু মনে মনে হল বাঁধা—
(তবু) শেষ হ'ল না তো বিরহেরএই কাঁদা.
(কেন) ফাগুন দিনের অন্তরে জাগে
ফুল ঝরানোর ভয় ।

(প্রণব রায়)

(৫)

কণ্ঠেতে শুকাইল মালা (ও প্রাণ সজনি)
এলোনা এলোনা শ্যাম,
ও সে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে
ভুলেছিল রাধার নাম—
কী দোষেতে বল গো তোরা
আমায় ত্যাজিল মোর মন-চোরা,
ও সে কোন টগরীর রূপে মজে
কমলে হয়েছে বাম।
তারে ছাড়িলে মরিলো প্রাণে
রাখিতে মরি ব্যাথায়।
রাধালতা জড়িয়েছে লো
কন্টক তরুতে হায়।
যদি জানিতাম সই বনমালা
কুলেতে মোর দিবে কালি
রাধা কমলের মধু তার
অধরে না ধরিতাম।
(সুবোধ পুরকায়স্থ)

(৬)

ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ?
(ও বন্ধু আমার) না পেয়ে তোমার দেখা
একা একা দিন যে আমার কাটে নারে।
বুঝি গো রাত পোহাল, বুঝি ঐ রবির আলো
আভাষে দেখা দিল গগন পারে—
সমুখে ঐ হেরিপথ - তোমার কি রথ
পৌছবে না মোর দুয়ারে ?
আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষ হারা
বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে।
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে
ডুববে আলোক পারাবারে।
(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ)

(৭)

বিদায় নেওয়া হয়নি আমার
আপন জনার কাছে,
ছল ছল চোখের পাতায়
জল আসে গো পাছে।
পূজার শেষে ঝরা ফুল-সম
রেখে গেলাম শেষ প্রণতি মম।
উজাড় করে দিয়ে গেলাম
যা কিছু মোর আছে।
(প্রণব রায়)

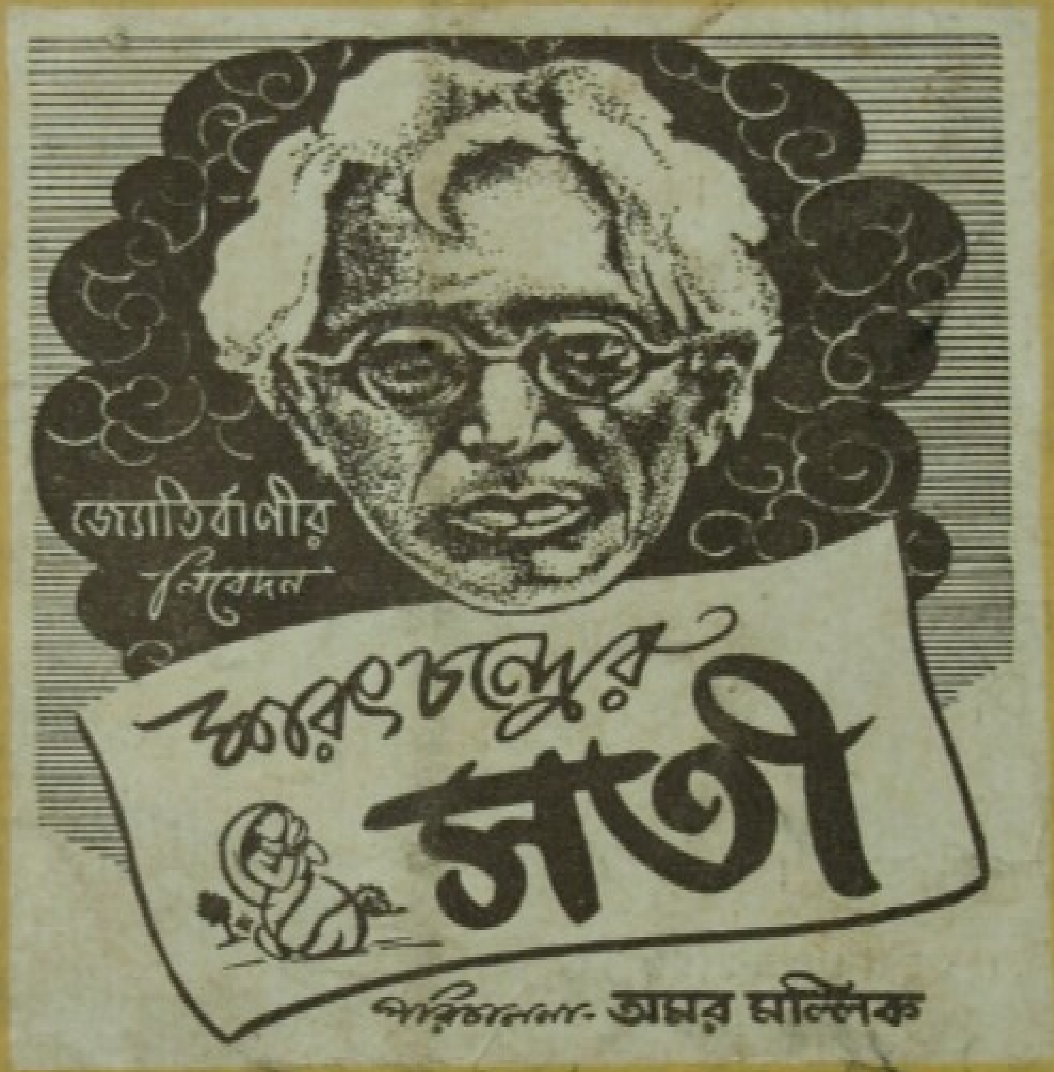

PRONABESH MAITI
27 D, Baburam Ghosh ..oad
..alcutta - 700040

জ্যোতির্বাণী পিকচার্স লিমিটেড কর্ত্তৃক ১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।